টেলিযোগাযোগ সেক্টরে বিদেশি বিনিয়োগের আধিপত্য রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ

টেলিটককে শক্তিশালী করুন: ২০১১-১২ বাজেটে এর ঘোষণা চাই

১. টেলিযোগাযোগ সেক্টর বিলাসিতা নয়, মানুষের অধিকারও বটে

বাংলাদেশে বর্তমানে মোবাইল ফোনের গ্রাহক প্রায় ৭ কোটি। প্রয়োজনীয়তা থাকায় এবং এর ব্যয়ভার সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে থাকায় এর চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। মোবাইল বাদে ল্যান্ড লাইন ফোনের ক্ষেত্রেও প্রাইভেট কোম্পানির বাজার শুরু হয়েছে, ভিওআইপি জনিত কিছু সমস্যার কারণে ল্যান্ডলাইন (পিএসটিএন) কোম্পানিগুলো এই মুহূর্তে বন্ধ থাকলেও, অচিরেই তারা আবার কাজ করার অনুমতি পেতে যাচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে।

মোবাইল ও ল্যান্ড লাইন কোম্পানিগুলো ইন্টারনেট সেবা প্রদান শুরু করেছে। থ্রি জি লাইসেন্স প্রদান করা হলে এই সাথে সেবার পরিধি আরও বাড়তে পারে, দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা পাওয়ার পাশাপাশি মোবাইল ফোনে স্যাটেলাইট টেলিভিশন দেখার সুযোগও পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে কয়েকটা কোম্পানি দ্রুতগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট তথা Wi Max সুবিধা বাজারজাতকরণ শুরু করেছে।

বিশ্বব্যাপী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (Information and Communication Technology- ICT) ব্যাপক অগ্রগতি এবং বিশেষ করে এর কাঠামোগত যন্ত্রপাতির ব্যাপক দাম কমার কারণে, ICT-র সুযোগ গ্রহণ এখন কোন সাধারণ গরিব মানুষের জন্যও বিলাসিতা নয়, এটা তার অধিকারও বটে। কারণ পানি ও অক্সিজেন গ্রহণ যেমন মানুষের জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন, তেমনি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যোগাযোগ করার সক্ষমতাও একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয়তা বটে।

২. টেলি সেক্টরে বিদেশি বিনিয়োগের আধিপত্য রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ

গ্রামীণ ফোন/টেলিনর নরওয়ে ভিত্তিক, বাংলালিংক/ওরাসকম মিশরভিত্তিক, রবি/একটেল জাপান ভিত্তিক, সিটিসেল সিঙ্গাপুরভিত্তিক এবং এয়ারটেল ভারতভিত্তিক মালিকানায় পরিচালিত হয়। ফলে দেখা যাচ্ছে, মুলত এখন বিদেশি কোম্পানিই এই সেক্টরে অধিপত্য/মনোপলি বিস্তার করছে। মুলত এই আধিপত্যের কারণে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে সব হুমকি তৈরি হয়েছে, সেগুলো নিম্নরূপ:

(ক) দেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য ঐ বিদেশি কোম্পানির টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর উপর নির্ভরশীল। যদি এই কোম্পানিগুলো কোন কারণে সরকারের সাথে দ্বিমতের কারণে তাদের নেটওয়ার্ক বা অবকাঠামো বন্ধ করে দেয় তাহলে, সারাদেশের ঐ বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মকান্ড থমকে পড়বে।
উল্লেখ্য যে, ভারতে দেশি বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলো এরকম বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিয়ে জনগণকে জিম্মি করে সরকার থেকে বকেয়া বিল আদায় করেছিল।

(খ) উক্ত বিদেশি কোম্পানির সুদ আসল সমূহ মুলত পরিশোধ করতে হয় ডলারের মাধ্যমে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ডলার তথা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের হার ভাল। কারণ আমাদের শ্রমজীবি ভাই-বোন যারা বিদেশে কাজ করে, বিশেষ করে তারাই এর বড় অংশটা পাঠায়। যদি কোন সময় তারা বিদেশে কাজ না পায়, বা যেতে না পারে, যদি কোন সময় তারা ডলার পাঠাতে না পারে তাহলে হয় আমাদেরকে বিদেশি ঋণ নিয়ে তাদের আয় পরিশোধ করতে হবে, অথবা আমাদের সংকটে পড়তে হবে।

মরহুম সাইফুর রহমান অর্থমন্ত্রী থাকাকালে একবার বিদেশি কোম্পানিসমূহের অর্থ পরিশোধ করতে গিয়ে এধরনের সংকট তৈরি হয়েছিল, যা তিনি সংসদে বক্তৃতা দিয়ে স্বীকার করেছিলেন।

(গ) টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে মানুষ যেমন কথা বলে এবং তেমনি যাবতীয় তথ্যও পাঠায় এবং এটা হরহামেশাই হচ্ছে। সচেতন বা অবচেতন দু'ভাবেই হচ্ছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উক্ত বিদেশি কোম্পানিগুলোর Server গুলো ব্যবহৃত হচ্ছে। হতে পারে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার তথ্যগুলোও ঐ সব Server-এর মাধ্যমে যাচ্ছে। আজকের যুগে ICT উৎকর্ষতার কারণে হয়তো বা কোন কিছুই গোপন রাখা সম্ভব নয়, কিন্তু প্রতিটি দেশ ও জাতির সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য কিছু বিষয় গোপন থাকা বাঞ্চনীয়। টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোতে উক্ত কোম্পানিগুলোর মনোপলির কারণে তারা আমাদের যাবতীয় তথ্য প্রবাহের প্রবেশ দুয়ার বা Gate keeper হিসেবে কাজ করছে। সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কতটুকু ধরে রাখতে পারবো তা প্রশ্ন সাপেক্ষ।

(ঘ) এধরনের মনোপলি রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যও হুমকিস্বরূপ, তা আমরা সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনা থেকে অনুধাবন করতে পেরেছি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মোবাইল ফোনগুলোর লাইসেন্স ফি বৃদ্ধি করে। সাথে সাথে সকল বিদেশি কোম্পানি একজোট হয়ে এর প্রতিবাদ জানায়। এমনকি তাদের পক্ষ হয়ে আন্ত

র্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (যেমন: বিশ্বব্যাংক ও এডিবি) এবং বিদেশি রাষ্ট্রদুতরা পর্যন্ত কথা বলে সরকারকে পরোক্ষভাবে হুমকি প্রদান করে।

৩. ডিজিটাল বাংলাদেশ, ভিশন ২০২১ এর আর্থিক লাভ কি বিদেশি কোম্পানি গুলো নিয়ে নেবে

সরকার ICT -এর ক্ষেত্রে যুগান্তকারী " ডিজিটাল বাংলাদেশ " গড়ার কথা ঘোষণা করেছেন, পরিকল্পনা অনুযায়ী যে মৌলিক ঘোষণা গুলো করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ

ক. ২০১৫ সালের মধ্যে এক্ষেত্রে গবেষণার জন্য জিডিপির ১% এবং ২০২১ সালের মধ্যে ১.৪% বরাদ্দ রাখা হবে।
খ. ICT শিক্ষা ২০১৩ সালের মধ্যে মাধ্যমিক এবং ২০২১ এর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হবে।
গ. দেশের অর্ধেক ইউনিয়ন পরিষদে টেলি সেন্টার / ই-সেন্টার ২০১৫ এর মধ্যে স্থাপন করা হবে।
ঘ. ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫টি করে কম্পিউটার প্রদান করার মাধ্যমে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হবে।
ঙ. ২০১৫ সালের মধ্যে সরকারের সকল নির্বাহী পর্যায়ে ই-গভর্নেন্স স্থাপন করা হবে।
চ. ২০১৫ সালের মধ্যে ঢাকা শহরের সকল পুলিশ স্টেশনে জিডি ও FIR ইন্টারনেট এর মাধ্যমে করার ব্যবস্থা করা হবে।
ছ. ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের টেলিফোন ডেনসিটি ৭০% করা হবে।
জ. ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের ৩০% এলাকায় ব্রডব্যান্ড সংযোগ নেয়া হবে।
ঝ. ২০১৫ সালের মধ্যে সারা দেশব্যাপী তার বিহীন ব্রডব্যান্ড সংযোগ স্থাপন করা হবে।

এই সব লক্ষ্য পূরণ করার প্রধান একটা বাহন হবে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক। এবং এটা করতে গিয়ে সাধারন জনগণকে যদি উক্ত কোম্পানিগুলোর দ্বারস্থ হতে হয়, তাহলে এটা অনুমান করা যায় যে, কী পরিমার অর্থ ঐ বিদেশি কোম্পানিগুলো " ডিজিটাল বাংলাদেশ " কর্মসুচির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে হাতিয়ে নেবে।

৪. আমাদের দাবি : পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরের সুষম প্রতিযোগিতা চাই

সুতরাং উপরোক্ত প্রেক্ষাপট থেকে আমাদের দাবি হচ্ছে: দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার স্বার্থে , দেশের শ্রমজীবি মানুষের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের স্বার্থে এবং সর্বোপরি ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল দেশের ভেতর রাখার স্বার্থে-

ক. দেশের রাষ্ট্রীয় কোম্পানি বা বিটিসিএলকে শক্তিশালী করুন: ২০১১-১২সালের বাজেট বরাদ্দে অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতায় এ সম্পর্কিত বক্তব্য চাই।
খ. দেশের রাষ্ট্রীয় কোম্পানি টেলিটক বা বিটিসিএল-এর কোন শেয়ার কোন বিদেশি নাগরিক বা বিদেশি কোম্পানিকে বিক্রি করা যাবে না

আমরা মনে করি বর্তমানে রাষ্ট্রীয় টেলিযোগাযোগ খাতের যে অবকাঠামোগত সুবিধা আছে তা ব্যবহার করে দ্রুত দেশের আনাচে কানাচে কম খরচে টেলিটক-এর কভারেজ ছড়িয়ে দেয়া যায়। অল্প বিস্তর দুর্নীতি হলেও দেশের পয়সা দেশেই থাকবে বৈকি। এটা মনে রাখা উচিত যে, কোন বিদেশি কোম্পানি / বিনিয়োগ কোন দেশের উপকার করতে আসে না বা আসবে না।

সংগঠনসমূহ:

অর্পন, অনলাইন নলেজ সেন্টার, ইক্যুইটিবিডি, এসো, এসডিও, এসিআই, এমএবিএস, লীড ট্রাস্ট, প্রদীপ, বিএনএনআরসি, ভয়েস, বাংলাদেশ ভুমিহীন সমিতি, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, মানুষ মানুষের জন্য, সিরাক বাংলাদেশ

সচিবালয়:

ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ৯/৪, রোড়: ২, শ্যামলী, ১২০৭। ফোন: ০২ ৮১২৫১৮১/৮১৫৪৬৭৩, ই মেইল: info@equitybd.org, ওয়েব: www.equitybd.org

যোগাযোগ:

মো. মজিবুল হক মনির, *মোবাইল: ০১৭১৩৩৬৭৪৩৮, ইমেইল: munir@coastbd.org*
মোস্তফা কামাল আকন্দ, *মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১, ইমেইল: kamal@coastbd.org*
রেজাউল কমির চৌধুরি, মোবাইল: *০১৭১১৫২১৭৯২, ইমেইল: reza@coastbd.org*